আলমডাঙ্গায় ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনকে ঘিরে মাঠ পরিদর্শনে এমপি-ছেলুন

আগামি ২১ মার্চ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন। বিগত ১৭ বছর পর আলমডাঙ্গায় জাঁকজমক পূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনকে ঘিরে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহন করেছে জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগ।

বুধবার দুপুরে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ১ আসনের এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলাইমান হক জোয়াদ্দার ছেলুন সম্মেলন মাঠ পরিদর্শন করেন। এ বারের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আলমডাঙ্গা সরকারি ডিগ্রি কলেজ মাঠে।

জানাগেছে, গত ১৭ বছর যাবৎ আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে হাসান কাদির গনু।

ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে বুধবার দুপুরে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের এমপি সোলাইমান হক জোয়াদ্দার ছেলুন আলমডাঙ্গা সরকারি ডিগ্রি কলেজ মাঠ পরিদর্শন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম টোটন জোয়াদ্দার, মুন্সি আলমঙ্গীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসান কাদির গনু, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলি মাস্টার, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, যুগ্নসাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও ভাইসচেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম,প্রচার সম্পাদক বাদশা, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি নয়ন সরকার, সাবেক পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, খাদিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লোটাস জোয়াদ্দার, সাবেক কুমারি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রানা মন্ডল, ছাত্রলীগ নেতা টিটন, সাকিব, সিহাব প্রমূখ।

সভাপতি মাহফুজুর রহমান মনজু ও সাধারন সম্পাদক সহিদুল ইসলাম

সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে দীর্ঘ দেড়যুগ পর দর্শনায় জাকজমক ও শান্তি পূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ১৮ বছর পর দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় দর্শনা পৌর অডিটোরিয়াম হল রুমের সামনে এ সম্মেলন অনুষ্টিত হয়।

এ সম্মেলনে সভাপতি হয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক ও দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের সাধারন সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মনজু ও সাধারন সম্পাদক হয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম।

দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন বাংলাদেশ আ.লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,বি,এম মোজাম্মেল হক।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিএম মোজাম্মেল হক বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে গড়া দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। তাই এই দলকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করতে দক্ষ এবং বিচক্ষণ নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই।

বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সকলকে হাতে হাত রেখে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশের প্রতিটি ইঞ্চিতে যে উন্নয়নের রূপরেখা বিদ্যমান তার মূলে রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্ব।

এছাড়াও তিনি বলেন উন্নয়নের স্রোতধারা অব্যাহত রাখতে আগামী জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে পুনরায় ক্ষমতায় নিয়ে আসার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে হবে।

এছাড়াও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও জেলা আ.লীগের

সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন বলেন, বাংলাদেশ আ.লীগকে আরো সংগঠিত ও শক্তিশালী করতে যোগ্য নেতৃত্বের এর কোন বিকল্প নেই তারই ধারাবাহিকতায় দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের দেড় যুগ পর এই কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড আরো গতিশীল এবং বেগবান হবে বলে আমি মনে করি।

পরবর্তীতে সকলের উপস্থিতিতে এবং তৃণমূল নেতাকর্মীদের পরামর্শ অনুযায়ী অনুষ্ঠানের ২য় অধিবেশনে জেলা আ.লীগের সভাপতি সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার সেলুন এমপি সভাপতিত্বে এই নতুন কমিটির সভাপতি মাহাফুজুর রহমান মনজু এবং সাধারণ সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম নাম ঘোষণা করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও জেলা আ.লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলাইমান হক জোয়ার্দার ছেলুন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক ও দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের সাধারন সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মনজু’র প্রানবন্ত উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন, বাংলাদেশ আ.লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পারভীন জামান কল্পনা, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সসংসদ সসদস্য ও জেলা আ.লীগের সহ-সভাপতি হাজী আলী আজগার টগর, চুয়াডাঙ্গা জেলা আ.লীগের সাধারন সম্পাদক আজাদুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা পৌর সভার সাবেক মেয়র ও জেলা আ.লীগের যুগ্ন-সাধারন সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার টোটন, দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আ.লীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনসুর বাবু, দর্শনা পৌর সভার মেয়র ও পৌর আ.লীগের সভাপতি মতিয়ার রহমান, জীবনগর উপজেলা আ.লীগের নবনির্বাচিত সভাপতি অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক আব্দুল লতিফ অমল, দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের যুগ্ন-সাধারন সম্পাদক ও পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউপি চেয়ারম্যান এস,এ,এম জাকারিয়া আলম।

স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন মরহুম ছহিউদ্দিন বিশ্বাস

জাতীয় পর্যায়ে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জল ও কৃতিত্ত্বপূর্ণ অবদান রাখায় স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২২ পাচ্ছেন মরহুম ছহিউদ্দিন বিশ্বাস।

মরহুম ছহিউদ্দিন বিশ্বাস জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপির পিতা এবং তৎকালীন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। তিনি দুই বার সংসদ সদস্য ছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে এমএলএ নির্বাচিত হয়েছিলেন।

আজ মন্ত্রী পরিষদের বিভাগের এক প্রেস বিজ্ঞিপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে। একই সঙ্গে আরো ৯ ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠান এ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত অন্যরা হলেন- স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী, শহীদ কর্ণেল নাজমুল হুদা (বীর বিক্রম), আব্দুল জলিল, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, মরহুম সিরাজুল হক, চিকিৎসাবিদ্যায় অধ্যাপক ডা. কণক কান্তি বড়ুয়া, অধ্যাপক ডা. মো: কামরুল ইসলাম, সাহিত্যে মরহুম আমির হামজা, স্থাপত্যে স্থপতি সৈয়দ আইনুল হোসেন এবং গবেষণা ও প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিডাব্লিউএমআরআই)।

দেড় যুগ পর পদ হারালেন সভাপতি-কাজী আলম

৯০ দিনের মেয়াদ নির্ভর কমিটির ১৭ বছর আহ্বায়কের দায়িত্বে থাকলেও প্রায় দেড় যুগ পর অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে নেই কোন পদ। রাজনীতি বিমূখ তৎপরতার কারণে একটি ওয়ার্ডেও করতে পারেননি কাউন্সিল।

অবশেষে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে দলীয় নীতি নির্ধারকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রায় দেড় যুগ পর ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর আ.লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এতে জেলা ও উপজেলা নেতৃবৃন্দের নীতি নির্ধারক কমিটির চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭৫ সালের পৌর আ.লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মরহুম কাজী আঃ সাত্তার ছনু মিয়ার পুত্র সর্বজন স্বীকৃত সাবেক শ্রমীকলীগ নেতা কাজী আলমগীরকে সভাপতি হিসাবে মনোনীত করা হয়।

এছাড়াও সাবেক ছাত্রলীগ নেতা রিপন মন্ডল সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়। এদিকে অধ্যাপক (অবঃ) ফারজেল হোসেন মন্ডল ৯০ দিনের মেয়াদ নির্ভর কমিটিতে ১৭ বছর গুরুত্বপূর্ণ একটি (আহবায়কের) দায়িত্বে থাকলেও পৌর আ.লীগের সম্মেলনে মেলেনি কোন পদ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক সূত্র জানায়, বিগত দিনে ফারজেল হোসেন মন্ডল বিএনপি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ২০০০ সালের পরে আওয়ামী লীগে যোগদানকারী এই নেতা পৌর আ.লীগের সম্মেলনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ ঘটনায় প্রকৃত নেতা কর্মীদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

সূত্র জানায়, বিরোধী দলের রাজনীতি করার সময় তিনি সভা সমাবেশে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারকে নিয়ে কটুক্তি করতেন। এছাড়াও তিনি বর্তমানে পৌর কলেজের সভাপতি হিসেবে দায়িত্বে আছেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থেকে কলেজের বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেয়া নিয়েও রয়েছে ব্যাপক সমালোচনা। ২০০৫ সালে কোটচাঁদপুর পৌর আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক কমিটি গঠন হয়।

৯০ দিনের মেয়াদ নির্ভর এ কমিটির ১৭ বছর দায়িত্বে থাকলেও রাজনীতি বিমুখ তৎপরতার কারণে ১টি ওয়ার্ডেও কাউন্সিল করতে পারেননি ফারজেল হোসেন। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর দলের নীতি নির্ধারকদের চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌর আ.লীগের কমিটিতে নতুন অভিভাবক নিযুক্ত হওয়ায় নেতা-কর্মীদের মাঝে শুরু হয়েছে নতুন ঊদ্দিপনা।

নতুন সভাপতি কাজী আলমগীর এই প্রতিবেদককে জানান, আ.লীগের রাজনীতির সঙ্গে থেকে দীর্ঘদিন দলের হয়ে কাজ করেছি। দলের নীতি নির্ধারকরা যে গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন তা যথাযথ পালনে সচেষ্ট থাকবো। সেই সাথে সচ্ছ ও ত্যাগী নেতা-কর্মীদের নিয়ে পৌর আ.লীগের একটি পূর্ণাঙ্গ

কমিটি উপহার দিব।

গাংনীর এমপিকে আওয়ামী লীগ থেকে অপসারণের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান

রাজাকারের সন্তান উল্লেখ করে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মেহেরপুর -২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকনকে আওয়ামী লীগ থেকে অপসারণের দাবি করেছেন কতিপয় স্থানীয় নেতা।

আজ রবিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল লতিফ ও গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ইসমাইল হোসেন স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

এসময় মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, উপজেলা যুবলীগ সভাপতি মোশাররফ হোসেন, যুবলীগ নেতা মজিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে কাউন্সিলরদের প্রত্যক্ষ ভোটেই সভাপতি ও সম্পাদক চান তৃণমূল আওয়ামী লীগ

তিন বছর মেয়াদী কমিটি গঠণ করে সেই কমিটির বয়স এখন ১৮ বছর। কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে প্রায় ১৫ বছর আগে। উপজেলা আওয়ামী লীগের কমিটির কাউন্সিলের তারিখ বার বার ঘোষণা করা হলেও তা আবার বন্ধও

হয়ে গেছে। বিভিন্ন কারণে অনুষ্ঠিত হয়নি ক্ষমতাসীন দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গাংনী উপজেলা শাখা কমিটি।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপজেলা শাখার ১২ জন নেতা মারাও গেছেন।এরা হলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি বামন্দী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্বাছ আলী, কাথুলি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান কাবুল হোসেন, চৌগাছার সাবেক মেম্বর ইউনুস আলী, শেখ আবুল হোসেন, উপজেলা আওয়ামীলীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক আহসান উল্লাহ মহন, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আবুল কাশেম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য রুহুল আমিন জোয়ার্দ্দার, ওয়াহিদুজ্জামান জামান, মহাসিন আলী মহুরী, রুহুল আমিন।

এ পদ গুলো পুণরায় কোয়াপও করা হয়নি। পদগুলো শুণ্য থাকলেও কমিটির রাজনৈতিক কার্যক্রম চলেছে।

দীর্ঘ ১৮ বছর পর গাংনী থানা আওয়ামী লীগের এই মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটির ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিলের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে দলটির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে। ঘোষিত তরিখ অনুযায়ী চলতি মাসের ২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল। গাংনী পাইলট মডেল স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবার কথা আছে এই প্রতিক্ষীত ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল।

কাউন্সিলকে ঘীরে গাংনীর রাজনৈতিক অঙ্গণে শুরু হয়েছে নানা হিসেব নিকেশ। চলছে চুল চেরা বিশ্লেষণ। নেতা কর্মীদের মাঝে একে অপরের প্রতি যেমন ভালবাসার কথাগুলো মুখে মুখে বয়ে বেড়াচ্ছেন। ঠিক তেমনী বিভিন্ন সময়ে পাওয়া না পাওয়া নিয়ে অনেকের সাথে অনেকের মাঝে বেড়েছে দুরত্ব। তৃণমুলের নেতা কর্মীদের সাথে উপজেলা পর্যায়ের নেতা কর্মীদের মাঝে পুঞ্জভূত ক্ষোভেরও সৃষ্টি হয়েছে।

ভোটের হিসেব নিকেশ সব মিলিয়ে গাংনীর সম্ভাব্য প্রার্থীরা এখন ছুটছেন তৃণমুলের নেতা কর্মীদের সাথে ভাব লাভ বাড়ানোর জন্য। তবে ভোটের মাধ্যমে তাদের নেতা নির্বাচিত হবেন নাকি কেন্দ্র থেকে তৃণমুলের নেতা কর্মীদের উপেক্ষা করে কেন্দ্র থেকে পাঠানো প্রেসক্রিপশন দিয়ে নেতা চাপিয়ে দেবেন এ নিয়ে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক অঙ্গণ এখন বেশ উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে।

তবে, দলীয় কাউন্সিলররা সরাসরি ভোটের দাবী করেছেন আওয়ামী লীগ

সভাপতি গণতন্ত্রের মানষ কন্য শেখ হাসিনার কাছে। তারা বলেছেন, দীর্ঘদিন পর কাউন্সিলর অনুষ্ঠিত হবে। অতএব প্রত্যক্ষ ভোট দিতে চাই আমরা। ভোটের মাধ্যমেই আমরা আমাদের দলীয় নেতা নির্বাচিত করবো।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সর্বশেষ কাউন্সিল হয়েছিলো ২০০৪ সালের মার্চ মাসে। নির্বাচনে বর্তমান উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বিপুল ভোটে সভাপতি নির্বাচিত হন। আর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন বর্তমান মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

এই কাউন্সিলের আগে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন মরহুম এনামুল হক ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এম এ খালেক।

পরে ২০১৫ সালে মেহেরপুর সামসুজ্জোহা পার্কে জেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিলে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক ফরহাদ হোসেনকে সভাপতি ও এমএ খালেককে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নাম ঘোষণা করে আংশিক কমিটির নাম ঘোষণা করেন। পরে এম এ খালেক গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ ছেড়ে দেন। সেই থেকে গোলামে মোস্তফা গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়ীত্ব পালন করে আসছেন।

দীর্ঘ প্রায় আঠার বছর পর ২০ মার্চ গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সম্মেলনকে ঘীরে ইতোমধ্যে পোস্টার-ব্যানারে ছেয়ে গেছে পুরো উপজেলা শহরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূরর্ণ স্থান।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি-সম্পাদকসহ গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে কে কোন পদে স্থান পাচ্ছেন এ নিয়ে চলছে নানা জল্পনা- কল্পনা।

২০ মার্চ গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে হবে এই ত্রিবার্ষিক সম্মেলন। সেখানে চলছে নানা প্রস্তুতি। উপজেলা শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, শহরের প্রতিটি প্রবেশপথ থেকে শুরু করে সম্মেলনস্থল পর্যন্ত পোস্টার-ব্যানারে ঠাসা সড়কগুলো। ট্রাফিক আইল্যান্ড থেকে বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি, কোথাও জায়গা খালি নেই আর। পুরো শহর এখন রঙিন বিলবোর্ডের দখলে।

দলীয় নেতা-কর্মীরা বলেন, ২০০৪ সালের মার্চ মাসে সর্বশেষ গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সূত্রে জানা গেছে, বেলা ১১টায় কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মো. জাফর উল্ল্যাহ চৌধুরী, বাহাউদ্দীন নাছিম, খুলনা বিভাগীয় সাংগাঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক, আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় নেত্রী কল্পনা খাতুনসহ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন বলে কথা রয়েছে।

নতুন কমিটিতে সভাপতি ও সম্পাদক পদ কে পাবেন, তা নিয়ে নেতা- কর্মীদের মধ্যে বেশি আলোচনা চলছে। উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদ দুটিতে পদে প্রায় ২০ জনের নাম আলোচনায় রয়েছেন।

তাঁদের মধ্যে সভাপতি পদের ‘হেভিওয়েট’ প্রার্থী দলের বর্তমান সভাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন। এ ছাড়া আরও আলোচনার রয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নুরজাহান বেগম, সাবেক এমপি নুরুল হকের ছেলে ডা. নাজমুল হক সাগর, বর্তমান গাংনী পৌর সভার মেয়র আহম্মেদ আলী, সাবেক ছাত্র নেতা রিয়াজ আহমেদ, অ্যাডভোকেট শফিকুল আলমসহ বেশ কয়েকজনের নাম শোনা যাচ্ছে।

অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদক পদে বেশি আলোচনায় আছেন দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মকলেছুর রহমান মুকুল, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মাষ্টার, নজরুল ইসলাম, সাবেক ছাত্রনেতা আনিসুজ্জামান লুইচ, বর্তমান মহিলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন, ও গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু প্রমুখ।

আওয়ামী লীগের এই কাউন্সিলে গাংনী পৌর ইউনিট ও ৯ টি ইউনিয়ন ইউনিটের মোট কাউন্সিলর ৩১১ জন, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের ৬৭ সদস্য ও কোয়াপকৃত ২১ জনসহ মোট কাউন্সিলর ৩৯৯ জন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন দলীয় নেতা কর্মীরা বলেন, সভাপতি-সম্পাদক পদপ্রত্যাশী নেতা ও তাঁদের সমর্থকেরা উপজেলা শহরে পোস্টার ব্যানার টাঙিয়েছেন। নেতাদের অনেকে আবার ঢাকায় কেন্দ্রীয়

নেতাদের সমর্থন পেতে যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে তারা এও জানান, বহদিন পর ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে দলে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পদের জন্য ভেতরে-ভেতরে সবাই চেষ্টা চালালেও, বাইরে সবার হাসিমুখ দেখা যাচ্ছে।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা বলেন, দলে দুই ধরনের নেতা রয়েছেন। কেউ তৃণমূল থেকে রাজনীতি করে উঠে এসেছেন, কেউ ব্যবসায়ী ও আমলা। তবে আওয়ামী লীগে সব সময় তৃণমূল থেকে উঠে আসা নেতাদের গুরুত্ব বেশি রয়েছে। সে মূল্যায়নে তিনি দলের ও উপজেলাবাসীর ভালোবাসা পেয়েছেন। এবারও পাবেন বলে আশা করছেন।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান সভাপতি মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, আমি শুধু আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দিচ্ছি তাই নয়। আমি ছাত্র রাজনীতির সাথে থেকে দীর্ঘদিন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের, যুবলীগের দায়ীত্ব সফলভাবে পালন করেছি। এরপর তৃণমুলের নেতা কর্মীদের প্রত্যক্ষ ভোটে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছি।

দীর্ঘদিন ধরে দলের সঙ্গে আছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দলের হয়ে কাজ করবেন। দলীয় সভানেত্রী যে সিদ্ধান্ত দেবেন, তাঁরা সেটাই মেনে নেবেন। দলের প্রত্যেক নেতাই এ সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান কমিটির নেতৃত্বেই বিগত সকল নির্বাচনে সফলতাও পেয়েছে। বর্তমান সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বিগত একাদশ নির্বাচনে দলীয় মনোনয় পাওয়ার পর দীর্ঘ ৩২ বছর পর আওয়ামী লীগের নৌকা জয়ের মুখ দেখেছে। সবশেষ ১৯৮৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে নুরুল হক আওয়ামী লীগের দলীয় সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন। তারপর থেকে মেহেরপুর-২ (গাংনী)আসনটি ছিলে বিএনপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর দখলে। মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর বিগত দিনে স্থানীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন, পৌর নির্বাচন ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনগুলোতে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থীরা বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। আর এটা গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের এই মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটির সফলতা হিসেবেই দেখছেন কমিটির নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ

চাল, ডাল, তেল, গ্যাস-বিদ্যুৎসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য লাগামহীন বৃদ্ধির প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয় ।

বুধবার বিকালের দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডাঃ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম।

এসময় তিনি বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গণমানুষের দল। বাংলাদেশ যখন করোনায় আক্রান্ত তখন কিন্তু বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকেনি। কিন্তু সরকার দলের নেতৃবৃন্দ তারা শুধু অর্থ লুট করেই ক্ষান্ত হননি গত দুই বছরে সরকার দলীয়রা কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন উর্দ্ধোগতির কারণে এদেশের জনগণ আজ নিপিড়ীত।

অথচ সরকারের মন্ত্রীরা বলছেন রাত পোহালেই আয় বাড়ছে। আমরা অজান্তেই নাকি বড়লোক হয়ে যাচ্ছি। শুভঙ্করের ফাকি মানুষ এখন বোঝে। আজ দেশে শুধু লুট, লুট আর হরিলুট চলছে। এই করোনাকালীন সময়ে ২৪ হাজার কোটি টাকা লুণ্ঠন করছেন কোথায় সেই টাকা। আপনারা ভুলে যাবেন না। কোন টাকার হিসাব না দিয়ে বর্ডার পর্যন্ত পার হতে পারবেন না । হিসাব আপনাদের দিতেই হবে।

ভুলে গিয়েছেন হলমার্ক কেলেঙ্ককারীর চার হাজার কোট টাকার কথা। পদ্মা সেতু যে টাকায় তৈরী করার ছিলো তার তিন গুন বেশি টাকায় পদ্মা সেতু করেছেন। যার ঋণ আমাদের ২০৫৭ সাল পর্যন্ত বহন করতে হবে। তাহলে কি চলছে এ দেশে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মাহফুজ,

সেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ইফতেখার সেলিম অগ্নি, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, ইলিয়াস হোসেন, আব্দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক প্রফেসর ফয়েজ মোহাম্মদ।

পৌর বিএনপির সাভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ প্রমূখ। এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আবাদু রউফ, ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজন, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, সহ সভাপতি আনিসুর রহমান লাবলু, যুগ্ম সম্পাদক রাজন জেলা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানিসহ মেহেরপুর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের ৪টি ইউনিটের সম্মেলন ১৯ থেকে ২২ মার্চ

আগামী ১৯ মার্চ মেহেরপুর শহর, ২০ মার্চ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ, ২১ মার্চ গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগ ও ২২ মার্চ মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

আজ সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমপ্লেক্স মিলনায়তনে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে আওয়ামী লীগের একাধিক সূত্রে জানা গেছে।

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন

এমপির সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, সহসভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, এম এ হালিম, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নুরজাহান বেগম, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম রসুল, সাধারণ সম্পাদক বোরহান উদ্দিন চুন্নু।

জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এম এ হালিম বলেন, আগামী ১৯ মার্চ মেহেরপুর শহর, ২০ মার্চ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ, ২১ মার্চ গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগ ও ২২ মার্চ মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া এর মধ্যে যে কয়টি ইউনিয়নে সম্মেলন হয়নি সেগুলো এরই মধ্যে শেষ করার জন্য স্ব স্ব কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগের সকল নেতাকর্মীকে সরকারের উন্নয়ন নিয়ে জনগেণের সামনে তুলে ধরা এবং আইন মেনে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সাবেক আমীর হাজি ছমির উদ্দিন কারাগারে

মেহেরপুর জেলা জামায়াত ইসলামীর সাবেক আমীর ও সদর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান হাজী ছমির উদ্দিনকে পুলিশের দায়ের করা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ মামলায় কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আজ রোববার (২০ ফেব্রুয়ারী) দুপুরের দিকে মেহেরপুর স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক ওয়ালিউল ইসলামের আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক জামিন না মুঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

হাজী ছমির উদ্দীনের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ২০১৩ সালে জামায়াতের ডাকা হরতালে শহরের তার নিজ বাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এ ঘটনায় ৭৬ জনের নাম উল্লেখ করে ও

অজ্ঞাত আরো ৩৫০ জনকে আসামি মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন থানা পুলিশ।

এ মামলায় ছমির উদ্দীনকে ৮ নম্বর আসামি করা হয়। এরপর তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। সাম্প্রতিক সময়ে হাজী ছমির উদ্দীনের মা মারা গেলে দেশে আসেন তিনি। আজ রোববার আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চান । শুনানি শেষে জামিন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠান বিচারক।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে নির্বাচন পূর্ববর্তি সময়ে মেহেরপুরের ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা জেলা জামায়াতের আমির ছমির উদ্দিনের বাড়িতে হামলা ভাঙচুর ও আগুন ধরিয়ে দেই। ওই ঘটনার পর হাজী ছমির উদ্দীন আমেরিকা চলে যান। সাম্প্রতিক সময়ে তার মা মারা গেলে দেশে আসেন তিনি।

মেহেরপুরে কাউন্সিলর বিপুল হত্যা মামলায় রায় :: সকল আসামি বেকসুর খালাস

মেহেরপুর পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ড তৎকালীন কাউন্সিলর ও জেলা যুব লীগের সাবেক সাধারন সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন বিপুল হত্যা মামলার সকল আসামিকেই বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত।

আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ মো: ওয়ালিউল ইসলাম এ আদেশ দেন। খালাসপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম, যুবলীগ নেতা ইয়ানুস শেখ, মাহফুজ আলী, আফজাল হোসেন লিখন ও বাদশা।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৩ সালের ২৮ জানুয়ারি সোমবার দিবাগত রাত ১০ টার দিকে মেহেরপুর শহরের কাসারি পাড়াস্থ জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক (সাবেক সহ প্রচার সম্পাদক) শহিদুল ইসলাম পেরেশানের

বাড়িতে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের তৎকালিন সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর পৌর সভার ৮ নং কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন বিপুল যোগ দেন। অনুষ্ঠান চলাকালিন সময়ে অজ্ঞাত চার-পাঁচজন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা সেখানে প্রবেশ করে তাকে লক্ষ্য করে পর পর ৩ রাউণ্ড গুলি করে। এতে তার মাথায় ও বুকে তিনটি গুলিবিদ্ধ হয়। তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ হত্যাকান্ডের ঘটনায় বিপুলের স্ত্রী বেলী খাতুন বাদী হয়ে ২ দিন পর বুধবার দুপুরে জেলা মেহেরপুর যুবলীগের তৎকালিন সভাপতি সাজ্জাদুল অনাম, অর্থ সম্পাদক ও বর্তমান মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মো: মাহাফুজুর রহমান রিটন, বাড়ির মালিক ও সহপ্রচার সম্পাদক শহিদুল ইসলাম পেরেশানসহ ৭জনের বিরুদ্ধে মামলা একটি দায়ের করেন। পরবর্তিতে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন ও তার শ্যালক আরিফুর রহমান, জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনামকে চার্জশিট থেকে বাদ দেওয়া হয়। পরবর্তিতে মামলা সিআইডির কাছে হস্তান্তর হলে শহিদুল ইসলাম পেরেশান, তার ভাই বাদশা, ইয়ানুস, লিখন, মাহফুজ ও জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনামকে আসামি করে চার্জশিট দেয় সিআইডি।

মামলায় সরকারি পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য এবং আসামি পক্ষে ইয়ারুল ইসলাম, কামরুল ইসলামসহ একাধিক আইনজীবী অংশ নেন।

আসামি পক্ষের আইনজীবী ইয়ারুল ইসলাম বলেন, আমাদের আদালতের প্রতি আস্থা রয়েছে। বিজ্ঞ বিচারক মামলা পর্যবেক্ষণ করে সকল আসামিকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন। আমরা রায় পেয়ে সন্তোষ্ট।

পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য জানান, বিজ্ঞ বিচারক চার্জশিটভুক্ত ৬ আসামিকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন। আমরা রায়ের পূর্নাঙ্গ কপি পেলে পরবর্তিতে আপিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব।